তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮৯

**ম্রো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের সুনাম বয়ে আনছে**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও মেধা মনন বিকাশে সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করতে বিদ্যালয়গুলোকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, ম্রো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে সুনাম বয়ে আনছে।

আজ বান্দরবান জেলা সদরে ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বিদ্যালয়টির উন্নয়ন কাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পার্বত্য জেলাগুলোতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা কাজের সুযোগ পাচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষের জীবন ও জীবিকার মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ম্রো আবাসিক বিদ্যালয় ভবনের হোস্টেল ভবন, কারিগরি ভবন, বিদ্যালয়ের হলরুম, বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর, মূল ফটক ও মাঠ উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার মোঃ তারিকুল ইসলাম, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ক্য সা প্রু, লক্ষ্মীপদ দাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোঃ ইয়াছির আরাফাত, বান্দরবান প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক মিনরুল হক মিনার এবং ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মহিন উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮৮

**বিদেশিদের পদলেহন করে বলেই তাদের মন্তব্য নিয়ে বিএনপির মাথাব্যথা**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আমাদের ভিত হচ্ছে জনগণ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন করেছে পরপর তিনবার। কোনো বিদেশি শক্তি আমাদেরকে ক্ষমতায় বসায়নি, কোনো বিদেশি শক্তি বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনও করতে পারে না। বিএনপি বিদেশিদের পদলেহন করে বলেই তাদের মন্তব্য নিয়ে বিএনপির এত মাথাব্যথা।’

আজ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আগামী ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সফল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ এবং চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যদের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি ও নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য দেন।

এ সময় সাংবাদিকরা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর মন্তব্য ‘বিদেশিদের বিভিন্ন বক্তব্য সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে’ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বিভিন্ন দূতাবাসে রাত বিরাতে ধর্ণা দেয়। তারা যত না জনগণের কাছে যাচ্ছে, তারচেয়ে বেশি রাতের বেলা দূতাবাসে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে তাদের অনুনয় করে বলে, আপনারা কিছু বলুন। সেই কারণে কেউ কেউ কোনো কোনো সময় বক্তব্য দেন। এই মন্তব্যের জন্য বিএনপিই তাদের উৎসাহিত করে।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, প্রথমত বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বক্তব্য রাখার সময় অবশ্যই কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলা উচিৎ। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপরও বিএনপিসহ তাদের দোসররা তাদের ধর্ণা দেয়ার কারণে কেউ কেউ কোনো কোনো সময় বক্তব্য দেন।

মন্ত্রী বলেন, কোন বিদেশি কী বলল, কে কী করল তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। যারা বিদেশি শক্তির পদলেহন করে, তারা এরকম বক্তব্য রাখতে পারেন। আমীর খসরু সাহেবরা বিদেশিদের পদলেহন করে তো, সেজন্য বিদেশিরা কি বলল না বলল সেটা নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথা।

মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আগামীকাল শনিবার কুমিল্লায় বিএনপির জনসভা এবং সেখানকার সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা সাক্কু বলেছেন, তার পরিবারের ৭৬টি ফ্ল্যাট নেতাকর্মীদের থাকার জন্য দিয়েছেন। প্রথমত ৭৬টি ফ্ল্যাট কিভাবে আসল সেটা একটা বড় প্রশ্ন। বিভিন্ন জায়গা থেকে নেতাকর্মীদের এনে সেখানে তারা পিকনিকের আয়োজন করছে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন গতকাল বৃহস্পতিবার যশোরে আওয়ামী লীগের জনসভা জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। চট্টগ্রামের জনসভাও পলোগ্রাউন্ড ছাড়িয়ে বহু বিস্তৃত হবে। সেই জনসভাকে সফল করার উদ্দেশ্যেই আজকে আমরা এখানে বসেছি।’

চলমান পাতা/২

--০২--

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, সংসদ সদস্যদের মধ্যে এম এ লতিফ, মোস্তাফিজুর রহমান, মাহফুজুর রহমান মিতা, দিদারুল আলম এবং খাদিজাতুল আনোয়ার সনি, চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সভায় যোগ দেন।

এর আগে আজ বিকেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চট্টগ্রাম হার্ট ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

চমেক হাসপাতালের শাহ আলম বীর উত্তম মিলনায়তনে চট্টগ্রাম হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস এর সভাপতিত্বে ও হার্ট ফাউন্ডেশনের সদস্য এস এম আবু তৈয়বের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন মেয়র মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান নওফেল ও চমেক অধ্যক্ষ ডা. সাহেনা আকতার।

চট্টগ্রাম হার্ট ফাউন্ডেশনের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন ফাউন্ডেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. প্রবীর কুমার দাশ।

#

আকরাম/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮৭

**‍শীঘ্রই ‍‍‍‍‍রাধারমণ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হবে**

 **-- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর)

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বর্তমান সরকার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক এবং তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষায় সচেষ্ট। এরই অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে ‘সাংস্কৃতিক মনীষীদের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ’ শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যেখানে রাধারমণ দত্ত, শাহ আবদুল করিম ও দুরবীণ শাহসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মনীষী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। স্থাপত্য নকশা চূড়ান্ত পর্যায়ে। আশা করা যায়, এ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রকল্পটির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো যাবে। সেটি হলে শীঘ্রই ‍‍‍‍‍রাধারমণ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমির নজরুল চত্বরে রাধারমণ সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (২৫-২৭ নভেম্বর) ‘রাধারমণ লোকসংগীত উৎসব’ এর যুগপূর্তি উৎসব ২০২২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উৎসব উদ্বোধন করেন সুনামগঞ্জের প্রবীণ কীর্তনীয়া যশোদা রাণী সূত্রধর।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কথায় আছে- যে দেশে গুণীর কদর নেই, সেদেশে গুণী জন্মায় না। গুণিজনদের সম্মান দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। নতুন প্রজন্ম তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। তিনি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক মনীষী ও গুণিজনদের সৃষ্টিকর্ম সংরক্ষণ ও তাঁদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক মনীষীদের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

রাধারমণ সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বিশ্ব আইটিআই এর সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার। আলোচনা করেন লোক গবেষক ও দৈনিক প্রথম আলোর সিলেট ব্যুরো চিফ সুমন কুমার দাশ, রাধারমণ সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ড. বিশ্বজিৎ রায়।

#

ফয়সল/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮৬

**২০২২-২৩ মৌসুমের আখ মাড়াই কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী**

নাটোর, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর)

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের উদ্যোগে নাটোরে অবস্থিত ‘নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল’ এর কেইন ক্যারিয়ারে আখ নিক্ষেপের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ মৌসুমের আখ মাড়াই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের এটি ৯০তম আখ মাড়াই কার্যক্রম।

এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল ও আব্দুল কুদ্দুস, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, বিএসএফআইসি’র চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় আখচাষীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০২২-২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, একটি জাতিকে উন্নত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে শিল্প-কারখানার যে বিকল্প নেই তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এদের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না, স্বাধীনতার সুফল আসবে না। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল কৃষিকে প্রাধান্য দেয়া। বিশেষ করে শিল্পভিত্তিক কৃষি। পাকিস্তানি শাসন আমলে এ দেশে বিশেষত দেশের উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পের তেমন প্রসার ছিল না। একমাত্র চিনি শিল্পই ছিল এখানকার সম্পদ; যার বেশির ভাগই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। তাই দেশ গড়ার দিকে নজর দিয়ে তিনি চিনি শিল্পকে নতুন করে সাজানোর জন্য জোর দিয়েছিলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, আখের ফলন বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বন্ধু সেবা অ্যাপের সাহায্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এসএমএস এর মাধ্যমে অ্যাপটির ডেটাবেজে সংরক্ষিত প্রায় ৬৫ হাজারের বেশি আখচাষীকে আখের পরিচর্যার জন্য কখন কী করণীয় ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষনিকভাবে এসএমএম এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘হ্যালো চাষী অ্যাপে’ সংরক্ষিত ডেটাবেজে বিদ্যমান মোবাইলে নাম্বারে সরাসরি ফোন দিয়ে আখচাষীদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা অবহিত হওয়া এবং তাৎক্ষনিকভাবে তা সমাধানের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও চাষীদের আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আখের মূল্য বৃদ্ধি করে মিল গেটে প্রতি কুইন্টাল ৩৫০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা এবং বহিঃকেন্দ্রে ৩৪৩ টাকা থেকে ৪৪০ টাকা করা হয়েছে। আখের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি ভবিষ্যতেও পর্যায়ক্রমে পুনঃনির্ধারণ করা হবে বলে বিবেচনাধীন আছে।

#

মাহমুদুল/এনায়েত/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮৫

**সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকারের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে হবে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালে আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে গৌরনদীর জনপ্রতিনিধি ও সমাজকর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তৃণমূল জনগণের আশা-আকাঙ্খা তথা সকল প্রত্যাশার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু স্থানীয় সরকার পরিষদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাসী। সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলমতের ঊর্ধ্বে ওঠে জনস্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে হলে জনপ্রতিনিধিদের সকল প্রকার লোভ-লালসা ত্যাগ করে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অর্থনীতিকে বিকশিত ও গ্রামীণ জনগণের উন্নয়ন ভাবনাকে আবর্তিত করে বিভিন্ন গণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, বরিশালের প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোখাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল যাতে তৃণমূলের মানুষ উপভোগ করতে পারে, সেজন্য স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ সমাজকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধভাবে বরিশালবাসীর ভাগ্যোন্নয়নে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বরিশালের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

এর আগে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ কাজির হাটে থানা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

#

আহসান/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮৪

**২৬ নভেম্বর থেকে পবিত্র জমাদিউল আউয়াল মাস গণনা শুরু**

ঢাকা, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর) :

**বাংলাদেশের আকাশে আজ ১৪৪**৪ **হিজরি সনের পবিত্র** জমাদিউল আউয়াল **মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। ফলে আগামীকাল** ২৬ নভেম্বর শনিবার থেকে পবিত্র জমাদিউল আউয়ালমাস গণনা করা হবে। আজ সন্ধ্যায় বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **এতে সভাপতিত্ব করেন** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার।

 **সভায় ১৪৪**৪ **হিজরি সনের পবিত্র** জমাদিউল আউয়াল **মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,** আজ **২৯** রবিউস সানি **১৪৪৪ হিজরি,** ১০ অগ্রহায়ণ **১৪২**৯ **বঙ্গাব্দ,** ২৫ নভেম্বর **২০২২ খ্রি.** শুক্রবার **সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র** জমাদিউল আউয়াল **মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এমতাবস্থায়,** আগামীকাল১১ অগ্রহায়ণ **১৪২**৯ **বঙ্গাব্দ,** ২৬ নভেম্বর **২০২২ খ্রি.** শনিবার থেকে পবিত্র জমাদিউল আউয়াল **মাস গণনা শুরু হবে।**

 সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ ছাইফুল ইসলাম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব (যুগ্ম সচিব) মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ, সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মোঃ আবদুল জলিল, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহ: প্রশাসক মোঃ শাহরিয়ার হক, ঢাকা জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারি কমিশনার ইমতিয়াজ মোরশেদ, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ হেলাল কবির, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার সহকারী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নাসীর উদ্দিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতী মুহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/এনায়েত/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৮৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮১

**প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বদলে গেছে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী), ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর)

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মাধ‍্যমে বাংলাদেশ বদলে গেছে। তিনি রাঙ্গাবালীকে রাঙিয়ে দিয়েছেন। এখানে থানা, রাস্তাঘাট ও স্কুল হয়েছে, ইন্টারনেট সেবা এসেছে। উপকূলীয় চরমোন্তাজ আর অবহেলিত নয়। প্রধানমন্ত্রীর কল‍্যাণে সবকিছুর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে রাঙ্গাবালী।

আজ পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার চরমোন্তাজে মান্তা পল্লী মাঠে রাঙ্গাবালী প্রেসক্লাব আয়োজিত ‘অবহেলিত চরাঞ্চল উন্নয়নে শেখ হাসিনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের কথা বলা আছে, সেলক্ষ‍্যে কাজ হচ্ছে। নৌপথ খননের জন‍্য আমাদের পর্যাপ্ত ড্রেজার ছিল না। ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার ছিল আটটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ বছরে বিআইডব্লিউটিএ'র জন‍্য ৮০টি ড্রেজার সংগ্রহ করেছেন। নাব‍্যতার কারণে যাতে কোনো অঞ্চলে নৌযান আটকে না থাকে এবং ড্রেজিং করে নৌপথ সচল করা যায় সেলক্ষ‍্যে বরিশালসহ নয়টি অঞ্চলে নয়টি ‘ড্রেজার বেইজ’ স্থাপন করা হয়েছে। গলাচিপার পানপট্টি ও রাঙ্গাবালীর মধ‍্যে শীঘ্রই ফেরি সার্ভিস চালু করা হবে। এছাড়াও দুর্যোগের সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলে দ্রুত মালামাল নেয়ার জন‍্য ‘হোবার ক্রাফট’ সংগ্রহ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলে শেষ করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী গৃহহীনের গৃহের ব‍্যবস্থা করেছেন। পটুয়াখালীতে বিশ্ববিদ‍্যালয়, ক‍্যান্টনমেন্ট, নেভাল বেইজ, পায়রা বন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুয়াকাটাকে পর্যটন অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি করিয়েছেন। চরমোন্তাজ বাংলাদেশ থেকে আজ আর বিচ্ছিন্ন নয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ‍্যমে যুক্ত করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, চরমোন্তাজের পরও বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমুদ্রসীমা বিজয়ের মাধ‍্যমে সমুদ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমুদ্রে আরেকটি বাংলাদেশের আয়তনের সমান বাংলাদেশ আছে। বঙ্গোপসাগরের সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

রাঙ্গাবালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং রাঙ্গাবালী প্রেসক্লাবের সভাপতি সিকদার জোবায়ের হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মহিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা খলিলুর রহমান, সাংবাদিক নেতা কুদ্দুস আফ্রাদ, ভারতের বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান কিশোর সরকার এবং রাঙ্গাবালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান মামুন খান।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে চরমোন্তাজে মান্তা পল্লী মাঠ প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে চলমান আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতাভুক্ত ভাসমান মান্তা সম্প্রদায়ের জন‍্য নির্মিতব‍্য ৩০টি ঘরের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/এনায়েত/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৬৮৩

**বরেন্দ্র ও হাওর এলাকায় বিশেষ জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সরকার**

 **পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের বরেন্দ্র ও হাওর এলাকায় প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছে সরকার। এর অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগের হাকালুকি হাওর এলাকায় খাল, বিল, পুকুর পুনঃখনন এবং বনায়ন করা হচ্ছে। একইভাবে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি ধারণের জন্য পুকুর ও খাল খনন ও বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সুজানগরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইকোসিস্টেম বেইজড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন ইন দ্য ড্রাউট প্রোন বারিন্দ ট্রাক্ট অ্যান্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এরিয়া (ইবিএ) প্রকল্পের আওতায় মাধবছড়া খাল, ৩ টি বিল ও ১৮ টি পুকুর পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন পদ্ধতির বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অভিযোজন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের জন্য ঔষধি গাছের চাষ, মাছ চাষ ও বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষসহ প্রতিবেশবান্ধব বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা করা হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মোঃ কামরান চৌধুরী, মৌলভীবাজার জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আখতারুজ্জামান এবং ইবিএ প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম রফিকুল ইসলাম ।

#

দীপংকর/এনায়েত/মাহামুদ/লিখন/২০২২/১৭০৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ২৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৫ হাজার ৪১৭ জন।

#

কবীর/এনায়েত/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/১৭১৭ ঘণ্টা

**‍‍** তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৯

**জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত উৎসব সংগীত জগতকে সমৃদ্ধ করছে**

 **- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত উৎসব আমাদের সংগীত জগতকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ৩৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা প্রতিবারের ন্যায় এবারও জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত উৎসব আয়োজন করেছে। তাঁদের এ অসাধারণ আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা আয়োজিত দুদিনব্যাপী '৩৩তম জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত উৎসব' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকগণ মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সবসময় বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থার আয়োজনে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে। প্রতিমন্ত্রী সংগঠনটিকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে দু'জন বরেণ্য শিল্পী স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বাচিক শিল্পী আশরাফুল আলম ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী রফিকুল আলমকে বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ সম্মাননা প্রদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থার সভাপতি তপন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পীযুষ বড়ুয়া। অনুভূতি ব্যক্ত করেন সম্মাননা প্রাপ্ত বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী আশরাফুল আলম ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক রফিকুল আলম।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/ইমা/২০২২/ ১৫০৭ ঘণ্টা

 **Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 4678

**Prime Minister’s Message on the occasion of the**

**18th Annual Convention and Scientific Seminar**

Dhaka, 25 November :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the18th Annual Convention and Scientific Seminar 2022 :

“I am happy that Kidney Foundation Hospital and Research Institute, Bangladesh, is organizing its 18th Annual Convention and Scientific Seminar in collaboration with Royal London Hospital, UK, as a Sister Renal Center (SRC) Program of the International Society of Nephrology (ISN). I am also glad to know that doctors and nurses from Nepal are also attending the conference. I convey my best wishes to the participants.

Awami League government always keeps the health sector development at all levels as its top priority. Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, took every initiative to provide accessible and free health care to the grassroots people in the country. During the 1996-2001 period, we established community clinics in every village. BNP came to power in 2001 and closed the community clinic. As a result, rural people have become deprived of healthcare. We enacted the 'Human Organ Transplantation Act, 1999' to ensure the procurement, preservation, and lawful use of organs for transplantation. In that law, we made provisions for the transplantation of any organ or organ including kidney, heart, lung, intestine, liver, pancreas, bone, bone marrow, eye, skin and tissue of the human body and in the case of a deceased person the taking of organs subject to the written permission of any legal heir. As a result, all legal complications in posthumous organ donation, including voluntary organ donation, have been resolved. Later, through Act No. 1 of 2018, we updated the previous Act and enacted the 'Human Organ Transplantation (Amendment) Act, 2018.' Additionally, we have made provisions for the investigation, trial, appeal, and other related matters of the crime committed under the amended law.

As per our election manifesto, in the last 14 years, we have implemented comprehensive programs for the development of the health sector. After Awami League was elected in 2008 in a landslide victory and for three consecutive terms, we reinstated the community clinic to bring health care to the people's doorsteps. So far, we have opened about 18,500 community clinics and union health centers, where 30 types of medicines are being given free of cost. We formulated the 'National Health Policy- 2011' and started implementing the Eighth Five-Year Plan with a priority on achieving 'Universal Health Care.' We have also set up new hospitals and medical centers throughout the country from where kidney disease, diabetes, and hypertension can be screened at an early stage, and proper treatment can be provided to prevent complications. We have set up a public-private partnership to treat kidney failure by dialysis, considering the burden it creates on the people. We have also taken all necessary measures to start the deceased kidney transplant.

I hope there will be an exchange of views and ideas among the participants at this conference that will improve the management of kidney disease in our country. I wish the conference great success.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever."

#

Shahana/Mehedi/Zulfikar/Robi/Shamim/2022/1255 hours

Not to publish before 5 PM

 **Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 4677

**President's message on the occasion of the**

**18th Annual Convention and Scientific Seminar**

Dhaka, 25 November :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the 18th Annual Convention and Scientific Seminar2022 :

 ‘‘I am delighted to know that Kidney Foundation Hospital and Research Institute, Bangladesh is organizing the ‘18th Annual Convention and Scientific Seminar’ on 26-27 November, 2022 in collaboration with Royal London Hospital, UK as a Sister Renal Center (SRC) program of the International Society of Nephrology (ISN). The theme of the seminar this year is acute kidney failure, with a special emphasis on snake bite.

Being a tropical country, Sighting of venomous snake and fatality from snake bite is very common in Bangladesh. Every year in Bangladesh many people especially the young working-class die from snake bites. Consequently often result in acute kidney failure. Besides, unhealthy lifestyle, indiscriminate use of painkillers and antibiotics, consumption of adulterated food, obesity etc. are also key factors for increasing the incidence of kidney disease. Prevention by increased awareness, regular health check-ups, avoidance of unnecessary drugs can lead to a future with healthier people.

The Annual Convention and Scientific Seminar creates a unique opportunity for the participants from both home and abroad to share their experiences and learn from the experts to develop new ideas and techniques in the treatment and prevention of acute kidney failure. I sincerely hope that this seminar will help progress the management of kidney disease in Bangladesh by disseminating knowledge amongst the participants.

I wish the 18th Annual Convention and Scientific Seminar a great success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Mehedi/Zulfikar/Robi/Ima/2022/1225 hours

Not to publish before 5 PM